রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপিল ৪, ২০২৪

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
প্রশাসন শাখা

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ০৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

নং **১ই-২৯৬/০৯(অংশ-১)-১৩৫(৩)-এ**—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের নিম্নবর্ণিত কর্মচারীগণকে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ১৬০০০-৩৮৬৪০/- টাকার (১০ম গ্রেড) স্কেলে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতিমূলে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও বর্তমান পদবি	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের নাম
১.	জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন পদবিঃ অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২.	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান পদবিঃ অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৩.	জনাব আবু কালাম মুন্সী পদবিঃ অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৪.	জনাব সৈয়দ রফিকুন নবী সোহাগ পদবিঃ অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৫.	জনাব সালেহা আফরোজ পদবিঃ অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৬.	জনাব এমারত হোসেন পদবিঃ অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৭.	জনাব সঞ্জয় দত্ত পদবিঃ অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৮.	জনাব শেখ মাইনুল ইসলাম পদবিঃ অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৯.	জনাব নিকুঞ্জ বিহারী মালাকার পদবিঃ অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১০.	জনাব মোঃ আরিফ বেপারী পদবিঃ মুদ্রাক্ষরিক তথা অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১১.	জনাব মোঃ জহিরুল আজম পদবিঃ মুদ্রাক্ষরিক তথা অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১২.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন পদবিঃ মুদ্রাক্ষরিক তথা অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১৩.	জনাব মোঃ মাহবুব আলম পদবিঃ মুদ্রাক্ষরিক তথা অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১৪.	জনাব মো: হান্নান সরকার পদবিঃ মুদ্রাক্ষরিক তথা অফিস সহকারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

২। তাদের উক্ত পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধি, ১৯৮৭ এর বিধি (১) (খ) ও (২) (খ) এর নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে :

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়োগের তারিখ হতে ০১(এক) বছর শিক্ষানবিস হিসেবে থাকবেন। তবে কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ শিক্ষানবিস-এর মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবেন।

(খ) শিক্ষানবিসকালে তাঁদের কাজকর্ম ও আচরণ যদি কর্তৃপক্ষ অসন্তোষজনক অথবা তাঁরা দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন না বলে মনে করেন তবে শিক্ষানবিসকাল শেষ হবার পূর্বেই যে পদ হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন সে পদে প্রত্যর্পন করাতে পারবেন।

৩। এ পদোন্নতির আদেশ তাঁদের কাজে যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.

নং **১২০৭৮(২)-এ**—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের নিম্নবর্ণিত কর্মচারীকে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ১৬০০০-৩৮৬৪০/- টাকার (১০ম গ্রেড) স্কেলে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কমিশনার অফ এফিডেভিট পদে পদোন্নতিমূলে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও বর্তমান পদবি	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের নাম
১.	জনাব নাজিম উদ্দিন আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা	কমিশনার অফ এফিডেভিট

২। তার উক্ত পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধি, ১৯৮৭ এর বিধি-৬ (১) (খ) ও (২) (খ) এর নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে :

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিয়োগের তারিখ হতে ০১(এক) বছর শিক্ষানবিস হিসেবে থাকবেন। তবে কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ শিক্ষানবিস-এর মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবেন।

(খ) শিক্ষানবিসকালে তাঁর কাজকর্ম ও আচরণ যদি কর্তৃপক্ষ অসন্তোষজনক অথবা তাঁরা দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন না বলে মনে করেন তবে শিক্ষানবিসকাল শেষ হবার পূর্বেই যে পদ হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন সে পদে প্রত্যর্পন করাতে পারবেন।

৩। এ পদোন্নতির আদেশ তাঁদের কাজে যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

আদেশক্রমে

মুন্সী মোঃ মশিয়ার রহমান
রেজিস্ট্রার।

তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ

নং **১ই-১৮/২০১৫ (অংশ-০১)/৯৬-এ**—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের নিম্নবর্ণিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ১৬০০০—৩৮৬৪০/- টাকার স্কেলে অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদ
১.	জনাব মোসাঃ নূরজাহান বেগম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সুপারিনটেনডেন্ট
২.	জনাব সালমা বেগম (আইভী), প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সুপারিনটেনডেন্ট
৩.	জনাব মোঃ শফিক আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সুপারিনটেনডেন্ট

২। তাঁদের উক্ত পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ (কর্মচারী) নিয়োগ বিধি, ১৯৮৭ এর বিধি-৬ (১) (খ) ও (২) (খ) এর নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে :

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়োগের তারিখ হতে ০১(এক) বছর শিক্ষানবিস হিসেবে থাকবেন। তবে কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ শিক্ষানবিস-এর মেয়াদ ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবেন।

(খ) শিক্ষানবিসকালে তাঁর/তাঁদের কাজকর্ম ও আচরণ যদি কর্তৃপক্ষের নিকট অসন্তোষজনক বলে মনে হয় অথবা তিনি/তাঁরা দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন না বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন তবে শিক্ষানবিসকাল শেষ হবার পূর্বেই যে পদ হতে তিনি/তাঁরা পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন কর্তৃপক্ষ তাঁকে/তাদেরকে সে পদে প্রত্যর্পন করাতে পারবেন।

৩। এ পদোন্নতির আদেশ তাঁদের কাজে যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে

মুন্সী মোঃ মশিয়ার রহমান
রেজিস্ট্রার।

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ০৯ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ

নং $\frac{\text{১ই}}{২}$ **কল-৬৬/২০২৩/২২৭(২)-এ**—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ মজিবুর রহমান আকন্দ এর জন্ম তারিখ ৩০-০১-১৯৬৫ খ্রিঃ বিধায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর দ্বাদশ অধ্যায়ে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আইনের ৪৩ (১) (ক) ধারা অনুযায়ী তার বয়স ৫৯ (উনষাট) বছর পূর্তিতে ২৯-০১-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ থেকে তাকে সরকারি চাকরি হতে অবসর প্রদান করা হলো।

২। উপরিউল্লিখিত আইনের ৪৭ ধারা মোতাবেক তাকে ৩০-০১-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯-০১-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের অবসর-উত্তর ছুটি (Post-Retirement Leave) মঞ্জুর করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

তারিখ : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ

নং $\frac{\text{১ই}}{২}$ **কল-৬০/২০২৩/১১০৭৫-এ**—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ আজিজুল হক আকন্দ এর জন্ম তারিখ ৩০-১১-১৯৬৪ খ্রিঃ বিধায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর দ্বাদশ অধ্যায়ে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আইনের ৪৩ (১) (ক) ধারা অনুযায়ী তার বয়স ৫৯ (উনষাট) বছর পূর্তিতে ২৯-১১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ থেকে তাকে সরকারি চাকরি হতে অবসর প্রদান করা হয়েছে।

২। উপরিউল্লিখিত আইনের ৪৭ ধারা মোতাবেক তাকে ৩০-১১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯-১১-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের অবসর-উত্তর ছুটি (Post-Retirement Leave) মঞ্জুর করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ

নং $\frac{১ই}{২}$ কল-৬৮/২০২৩/৭৮(২)-এ—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আকতার হোসেন এর জন্ম তারিখ ১৫-১১-১৯৬৪ খ্রিঃ বিধায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর দ্বাদশ অধ্যায়ে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আইনের ৪৩ (১) (ক) ধারা অনুযায়ী তার বয়স ৫৯ (উনষাট) বছর পূর্তিতে ১৪-১১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ থেকে তাকে সরকারি চাকরি হতে অবসর প্রদান করা হয়েছে।

২। উপরিউল্লিখিত আইনের ৪৭ ধারা মোতাবেক তাকে ১৫-১১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-১১-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের অবসর-উত্তর ছুটি (Post-Retirement Leave) মঞ্জুর করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার)।

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ পৌষ ১৪৩০/১০ জানুয়ারি ২০২৪

নং ০০.০১.০০০০.১০৪.১৩.০০১.২০.৫০—দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামের পরিচালক জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান-এর বয়স ৩১-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখে ৫৯ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪৩(১)(ক) ধারা মতে ৩১-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে অবসর প্রদান করা হলো।

২। তার অনুকূলে ১৮ (আঠার) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ লাম্পগ্রান্টসহ ০১-০১-২০২৪ হতে ৩১-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের অবসর উত্তর ছুটি (পি.আর.এল) যুগপৎভাবে মঞ্জুর করা হলো।

৩। তিনি বিধি অনুযায়ী অবসর এবং অবসর উত্তর ছুটিকালীন সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৪। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

নং ০০.০১.০০০০.১০৪.১৩.০০১.২০.৫১—দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত উপসহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান-এর বয়স ১১-০১-২০২৪ খ্রি. তারিখে ৫৯ বৎসর পূর্ণ হবে। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪৩(১)(ক) ধারা মতে ১১-০১-২০২৪ খ্রি. তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে অবসর প্রদান করা হলো।

২। তার অনুকূলে ১৮ (আঠার) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ লাম্পগ্রান্টসহ ১২-০১-২০২৪ হতে ১১-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের অবসর উত্তর ছুটি (পি.আর.এল) যুগপৎভাবে মঞ্জুর করা হলো।

৩। তিনি বিধি অনুযায়ী অবসর এবং অবসর উত্তর ছুটিকালীন সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৪। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

নং ০০.০১.০০০০.১০৪.১৩.০০১.২০.৫৫—দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত পরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খান-এর বয়স ৩০-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখে ৫৯ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪৩(১)(ক) ধারা মতে ৩০-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে অবসর প্রদান করা হলো।

২। তার অনুকূলে ১৮ (আঠার) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ লাম্পগ্রান্টসহ ৩১-১২-২০২৩ হতে ৩০-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের অবসর উত্তর ছুটি (পি.আর.এল) যুগপৎভাবে মঞ্জুর করা হলো।

৩। তিনি বিধি অনুযায়ী অবসর এবং অবসর উত্তর ছুটিকালীন সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৪। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বকাউল
পরিচালক।

খাদ্য অধিদপ্তর
তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ জানুয়ারি ২০২৪

নং ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.২১৭.২০.৩৩—যেহেতু, জনাব পলাশ পাল চৌধুরী, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত), প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বড়ঘোপ এলএসডি, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার হিসেবে কর্মকালীন গত ২৫-০৭-২০২০ খ্রি. ও ২৬-০৭-২০২০ খ্রি. তাকে মোবাইল ফোনে না পেয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) কক্সবাজার ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুতুবদিয়া ২৭-০৭-২০২০ খ্রি. বড়ঘোপ এলএসডি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত পাওয়া যায়। গুদামের চাবি তার কাছে থাকায় ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। তারের জালি বিশিষ্ট দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে চালের খামালের কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় নি। অথচ ১৫-০৭-২০২০ খ্রি. এর প্রাপ্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন মোতাবেক গুদামে ১৯২.৭৯৭ মে. টন চাল থাকার কথা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয় (চট্টগ্রাম-২) হতে তার বিরুদ্ধে ০৭-০৯-২০২০ তারিখে মামলা নং-০৩ দায়ের করা হয়; এবং

২। যেহেতু, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ০১ হতে দেখা যায় যে, তার দায়িত্বধীন বড়ঘোপ এলএসডির ৩৪/৭৮৮৯৯৮ এবং ৩৫/৮২৮৭৯৭ নং খামালে রেকর্ডসূত্রে মোট ৫৩৫৯ বস্তায় ১৯২.৭৯৭ মে. টন চাল থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে ১৩২ বস্তায় ৩.৭৯৫ মে. টন চাল পাওয়া যায়। এছাড়া ১৬৪ খানা ৩০ কেজি ধারণ ক্ষমতার খালি বস্তা কম পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৫২২৭ বস্তায় ১৮৯.০০২ মে.টন চালের ঘাটতি এবং ১৬৪ খানা ৩০ কেজি ধারণ ক্ষমতার খালি বস্তা কম পাওয়ায় সরকারি আর্থিক ক্ষতি ৮৭,৮৪,৪৩২.৯৬ টাকা (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৪,৭৬৬.৫৭৯ টাকা হিসেবে প্রতি পিস ৩০ কেজি ক্ষমতার খালি বস্তার মূল্য ৬০ টাকা হিসেবে); এবং

৩। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ০২ অনুযায়ী, ০৫/৭৭৪৮৬১ নং খামালে ৩৪৯ খানা ৩০ কেজি ধারণক্ষমতার খালিবস্তা দেখিয়ে ৩০-০৬-২০২০ খ্রি. বাস্তব প্রতিপাদন করা হলেও ২৮-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখে বাস্তব মজুদ যাচাইকালে ১৫০ খানা বস্তা পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১৯৯ খানা বস্তা কম পাওয়ায় সরকারি আর্থিক ক্ষতি ১১,৯৪০ টাকা (প্রতি পিস ৩০ কেজি ধারণক্ষমতার খালি বস্তার মূল্য ৬০ টাকা হিসাবে); এবং

৪। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ০৩ হতে দেখা যায় যে, ৩৪/৭৮৮৯৯৮ নং খামাল হতে ১৬৮ বস্তায় ৫.০৫৮ মে. টন চাল ডিও/ইনভয়েজ ছাড়া খামাল হতে বিলি বিতরণ দেখিয়ে কম মজুদ করে আত্মসাৎ করায় বস্তাসহ সরকারি ক্ষতি ২,৩০,০৩৭.০৬৫ টাকা (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৩,৪৮৬.৯৬৫ টাকা এবং প্রতি পিস ৩০ কেজি ধারণক্ষমতার খালি বস্তার মূল্য ৬০ টাকা হিসাবে); এবং

৫। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ০৪ অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুতুবদিয়া কর্তৃক ১০-০৬-১৮ খ্রি. ডিও নং ৫৬৩৭৫৯৩ মূলে কাবিখা খাতে ২.০০ মে.টন চালের ডিও ইস্যু করা হলেও ১ নং গুদামের ১৪/৬৭৯৯৭৯ নং খামাল হতে ১৩-০৬-১৮ খ্রি. ৮০ বস্তায় ৪.০০ মে. টন চাল বিলি বিতরণ করা হয়েছে। ফলে প্রকৃত ডিও এর পরিমাণ অপেক্ষা ৪০ বস্তায় ২ মে. টন চাল বেশি বিতরণ করায় সরকারি ক্ষতি ৮৭,৫০৪.৮৪ টাকা (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪২, ১৫২.৪২ টাকা প্রতি পিস ৫০ কেজি ধারণক্ষমতার খালি বস্তার মূল্য ৮০ টাকা হিসাবে); এবং

৬। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ০৯ হতে দেখা যায় যে, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুতুবদিয়া কর্তৃক ১১-০৯-১৯ খ্রি. ০৬০৯৯৫৫১ নং ডিও মূলে ভিজিডি খাতে ২০.২৮০ মে. টন চালের ডিও ইস্যু করা হলেও ০১নং গুদামের ০৭/৭৭৪৮৬৯ নং খামাল হতে ০৮-০৯-১৯ খ্রি. ৬৮৫ বস্তায় ২০.৮০০ মে. টন চাল বিলি করা হয়েছে। ফলে প্রকৃত ডিওর পরিমাণ অপেক্ষা ০.৫২০ মে. টন চাল বেশি বিলি বিতরণ করায় সরকারি ক্ষতি ২২,৬১৩.২২ টাকা (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৩, ৪৮৬.৯৬৫ টাকা হিসাবে); এবং

৭। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ১০ অনুযায়ী, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুতুবদিয়া কর্তৃক ১৭-০৪-২০২০ খ্রি. ৬২৩৯৭৯৬ নং ডিও মূলে জি.আর খাতে ২.৩০ মে. টন চাল ইস্যু করা হলেও ০১ নং গুদামের ২১/৭৮৮৯৮৪ নং খামাল হতে ১৮-০৪-২০ খ্রি. ৫০ বস্তায় ২.৫০০ মে. টন চাল বিলি বিতরণ করা হয়েছে। ফলে প্রকৃত ডিও অপেক্ষা ০.২০০ মে. টন চাল বেশি বিলি বিতরণ করায় সরকারি ক্ষতি ৮৬৯৭.৩৯ টাকা (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৩,৪৮৬.৯৬৫ টাকা হিসাবে); এবং

৮। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ০৬ হতে দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৯/৭৮৮৯৯২ নং খামাল হতে ০৯-০৫-২০২০ খ্রি. হতে ১১-০৫-২০ খ্রি. পর্যন্ত ইনভয়েজমূলে ৩৬০৮ বস্তায় ১০৭.৮৯২ মে. টন চাল প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু খামালে দেখানো হয়েছে ৩৬০৮ বস্তায় ১০৮.৮৯২ মে. টন চাল যা বিলি বিতরণের মাধ্যমে নিঃশেষ করা হয়েছে। ফলে প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা ১ মে. টন চাল বেশি বিলি-বিতরণ দেখানোর ফলে সরকারি ক্ষতি ৪৩,৪৮৬.৯৬ টাকা (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৩,৪৮৬.৯৬৫ টাকা হিসেবে); এবং

৯। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ০৭ অনুযায়ী, প্রকৃত মজুদ অপেক্ষা খামালে সেন্ট্রাল লেজার, গুদাম লেজার ও পিভিআরে ২৬৩ খানা ৫০ কেজি ধারণক্ষমতার বস্তা কম মজুত দেখিয়ে আত্মসাৎ করায় সরকারি ক্ষতি ২১,০৪০ টাকা (প্রতি পিস ৫০ কেজি ধারণক্ষমতার খালি বস্তার মূল্য ৮০ টাকা হিসাবে); এবং

১০। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ০৮ হতে দেখা যায় যে, ৪৮ বস্তায় ১.৪৮৮ মে. টন চালের সীমাতিরিক্ত পরিবহণ ঘাটতির কারণে সরকারি ক্ষতি ৬৭, ৫৮৮.৬০ টাকা (প্রতি মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৩, ৪৮৬.৯৬৫ টাকা হিসাবে এবং প্রতি পিস ৩০ কেজি ধারণক্ষমতার খালি বস্তার মূল্য ৬০ টাকা হিসাবে); এবং

১১। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ১৪ হতে অনুযায়ী, ২০১৯/২০ অর্থবছরে মে/আল আউয়াল রাইস মিল বরাবরে ৮৭৫ বস্তায় ৩৫ মে. টন ধান ছাঁটাই এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে ৪৬৫ বস্তা ২৩.২৬০ মে. টন চাল প্রাপ্ত হলেও ৪১০ খানা খালি বস্তা খামালজাত করা হয়নি। অনুরূপভাবে মে/জনতা রাইস মিলের অনুকূলে ৮৭৫ বস্তায় ৩৫.০০ মে. টন ধান প্রেরণ করা ৪৬৫ বস্তায় ২৩.২৬০ মে. টন চাল প্রাপ্ত হলেও ৪১০ খানা খালি বস্তা খামালজাত করা হয়নি। মিল হতে খালি বস্তাগুলো গ্রহণ করা হলেও খামাল কার্ড, গুদাম লেজার, সেন্ট্রাল লেজার ও সাপ্তাহিক মজুদ প্রতিবেদনে হিসাবভুক্ত করা হয়নি। ফলে ৮২০ খানা ৫০ কেজি ধারণক্ষমতার বস্তা হিসাবভুক্ত না করায় সরকারি আর্থিক ক্ষতি ৬৫,৬০০ টাকা (প্রতি পিস ৫০ কেজি ধারণক্ষমতার খালি বস্তার মূল্য ৮০ টাকা হিসাবে); এবং

১২। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ০৮ হতে দেখা যায় যে, ৫০০০ খানা ৫০ কেজি ধারণক্ষমতার খালিবস্তা ইনভয়েস/চালান ছাড়া খরচ দেখিয়ে আত্মসাৎ করায় সরকারি ক্ষতি ৪,০০,০০০ টাকা (প্রতি পিস ৫০ কেজি ধারণক্ষমতার খালি বস্তার মূল্য ৮০ টাকা হিসাবে); এবং

১৩। বিশেষ নিরীক্ষা দলের মতামত অনুযায়ী বস্তাসহ খাদ্যশস্য এবং খালিবস্তা আত্মসাতের জন্য তিনি সরাসরি এবং সম্পূর্ণভাবে দায়ী এবং তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সরকারি ক্ষয়ক্ষতি বাবদ (৮৭,৮৪,৪৩২.৯৬+১১,৯৪০+২,৩০,০৩৭.০৬৫+৮৭,৫০৪.৮৪+ ২২,৬১৩.২২+৮৬৯৭.৩৯+৪৩,৪৮৬.৯৬+২১,০৪০+৬৭,৫৮৮. ৬০+৬৫,৬০০+৪,০০,০০০)=৯৭,৪২,৯৪১.০৩৫ টাকা যা দন্ডমূলক দ্বিগুণহারে ১,৯৪,৮৫,৮৮২.০৭ টাকা (এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত বিরাশি টাকা সাত পয়সা) তার নিকট থেকে আদায়যোগ্য; এবং

১৪। উল্লিখিত অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ বিধির (খ) ও (ঘ) উপবিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে ০৭-০৩-২০২১ খ্রি. এর ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০৩০.২১৭.২০.২৫৫ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলে প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ফেরত আসে। তিনি কারাগারে বন্দি থাকায় জেল কোড অনুযায়ী তার কাছে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং তিনি গত ০৬-০৩-২০২১ খ্রি. অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গ্রহণ করেছেন মর্মে জেলার, কক্সবাজার জেলা কারাগার তার দপ্তরের ৫৮.০৪২.২২০০.১১৪.০১.০০২.২২.১০৪০নং স্মারকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কক্সবাজারকে অবহিত করেন, যা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কক্সবাজারের ০৭-০৩-২০২২ খ্রি. এর ১৩.০৩.২২০০. ০০৭.৫৮. ০০২. ২০.৪২৬ নং স্মারকে অত্র দপ্তরকে অবহিত করা হয়। তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব দাখিল করেননি বিধায় তার বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদন্ড

আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোঃ আব্দুল কাদের, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

১৫। বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি আর্থিক ক্ষতির দণ্ডমূলক দ্বিগুণহারে ১,৯৪,৮৫,৮৮২.০৭ (এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত বিরাশি টাকা সাত পয়সা) টাকা আদায়সহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। অভিযুক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি সংগ্রহপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য অতিরিক্ত ০৩ (তিন) মাস সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ পর্যালোচনা করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিলের সময় বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই মর্মে তাকে জানিয়ে দেওয়া হলেও তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি।

১৬। জনাব পলাশ পাল চৌধুরী, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় চকরিয়া, কক্সবাজার, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বড়ঘোপ এলএসডি, কুতুবদিয়া, কক্সবাজারের বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রেরণ না করায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত ' 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযুক্ত কর্তৃক সংঘটিত সরকারি আর্থিক ক্ষতির দণ্ডমূলক দ্বিগুণহারে ১,৯৪,৮৫,৮৮২.০৭ (এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত বিরাশি টাকা শূন্য সাত পয়সা) টাকা আদায়সহ 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়; এবং

১৭। যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব পলাশ পাল চৌধুরী ১০ম গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্তা হওয়ায় তাকে গুরুদণ্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর পরামর্শ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলে অভিযুক্ত জনাব পলাশ পাল চৌধুরী, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় চকরিয়া, কক্সবাজারের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে কমিশন পরামর্শ প্রদান করেন;

১৮। সেহেতু, জনাব পলাশ পাল চৌধুরী, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় চকরিয়া, কক্সবাজার, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বড়ঘোপ এলএসডি, কুতুবদিয়া, কক্সবাজারের বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং-১-৪, ৬-১০, এবং ১৪-১৫ এর প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে আনীত বস্তাসহ খাদ্যশস্য এবং খালি বস্তা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নং ১-৪, ৬-১০, এবং ১৪-১৫ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (ঘ) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যা একই সাথে উক্ত বিধিমালার ৩(ঘ) অনুযায়ী অসদাচরণের প্রমাণও বটে। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযুক্তকে নিম্নোক্ত দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো :

ক) জনাব পলাশ পাল চৌধুরী, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় চকরিয়া, কক্সবাজার, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বড়ঘোপ এলএসডি, কুতুবদিয়া, কক্সবাজারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো; এবং

খ) জনাব পলাশ পাল চৌধুরী, খাদ্য পরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্ত), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় চকরিয়া, কক্সবাজার, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বড়ঘোপ এলএসডি, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার কর্তৃক সংঘটিত সরকারি আর্থিক ক্ষতির দণ্ডমূলক দ্বিগুণহারে ১,৯৪,৮৫,৮৮২.০৭ (এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত বিরাশি টাকা শূন্য সাত পয়সা) টাকা আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান, ব্যর্থতায় সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)।

সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ পৌষ ১৪৩০/১০ জানুয়ারি ২০২৪

নং **১৩.০১.০০০০.০৩১.১৯.০০৯.২০.৬৫**—খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২৩-১০-২০২২ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০২১.১৯.০০১.১৭.৩৮৬ নং প্রজ্ঞাপনে জনাব মোঃ আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঁঞা (০২২০৬)-কে সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর, প্রশিক্ষণ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তরে বদলি করে উপপরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক্ষণে উক্ত কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপপরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মনিরুল ইসলাম
উপপরিচালক।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : 14-JAN-24

নং **আরজেএসসি/ডি, এন/16496**—কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৫) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, Classical Agro Ltd. [KHC-1661] নামীয় কোম্পানিটির নাম, যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিবন্ধন বহি হতে কর্তন করা হল এবং অত্র গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানির কোন পরিচালক এবং সদস্যের যদি কোন দায় দেনা থাকে তবে তা অব্যাহত থাকবে।

Fazlur Rahman

Assistant Registrar
নিবন্ধকের পক্ষে।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা
সাধারণ শাখা

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২৮ কার্তিক ১৪৩০/১৩ নভেম্বর ২০২৩

নং **০৫.৪১.৩০০০.০১২.১১.০০২.১৯.৫৪২**—জেল কোড এর ১ম খণ্ড-"দি বেঙ্গল জেল কোড" ১৯৩৭ এর ৫৬(২) নং বিধি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ফরিদপুর এর প্রস্তাবমতে নিম্নবর্ণিত ০৭ (সাত) জন ব্যক্তিবর্গকে (৫ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা) এ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য ফরিদপুর জেলা কারাগারের বেসরকারি কারা পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন পিতা: মোঃ দবির উদ্দিন হাওলাদার	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর গ্রাম: ভাঙ্গা টাউন, ডাকঘর: ভাঙ্গা-৭৮৩০, উপজেলা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর।	বেসরকারী কারা পরিদর্শক
২	জনাব অমিতাভ বোস পিতা: হরিদাস বোস	মেয়র, ফরিদপুর পৌরসভা, সাং: সিংপাড়া সড়ক, সিংপাড়া গোয়ালচামট, ডাকঘর: ফরিদপুর সদর, জেলা: ফরিদপুর	বেসরকারী কারা পরিদর্শক
৩	অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান পিতা: মরহুম মোঃ আকবর আলী	সাং: দক্ষিণ আলীপুর, কবি জসীম উদ্দিন রোড, উপজেলা- ফরিদপুর সদর, জেলা: ফরিদপুর	বেসরকারী কারা পরিদর্শক
৪	জনাব আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ পিতা: মরহুম মোঃ আবুল হাশেম	সাং: গুহলক্ষীপুর, তকি মোল্যা সড়ক, উপজেলা: ফরিদপুর সদর, জেলা: ফরিদপুর	বেসরকারী কারা পরিদর্শক
৫	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্যা পিতা: মরহুম আব্দুল রশিদ মোল্যা	সাং: ডোমরাকান্দি, উপজেলা: ফরিদপুর সদর, জেলা: ফরিদপুর	বেসরকারী কারা পরিদর্শক
৬	জনাব ঝর্ণা হাসান স্বামী- মরহুম হাসিবুল হাসান লাবলু	সাং: দক্ষিণ আলীপুর, কবি জসীম উদ্দিন রোড, উপজেলা- সদর, জেলা: ফরিদপুর	বেসরকারী কারা পরিদর্শক
৭	জনাব আসমা আক্তার মুক্তা স্বামী- সিরাজ-ই-কবির	১নং মসজিদবাড়ী সড়ক, ঝিলটুলি, উপজেলা: ফরিদপুর সদর, জেলা: ফরিদপুর	বেসরকারী কারা পরিদর্শক

তারিখ : ২ মাঘ ১৪৩০/১৬ জানুয়ারি ২০২৪

নং **০৫.৪১.৩০০০.০১২.১১.০০২.১৯.৬০৭**—জেল কোড এর ১ম খণ্ড-"দি বেঙ্গল জেল কোড" ১৯৩৭ এর ৫৬(১) নং বিধি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কিশোরগঞ্জ এর প্রস্তাব মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যদ্বয়-কে এ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারের বেসরকারি কারা পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করা হলো :

ক্রঃ নম্বর	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
০১	জনাব ডা. সৈয়দা জাকিয়া নুর মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য	মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য-১৬২, কিশোরগঞ্জ-১ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।	বেসরকারী কারা পরিদর্শক
০২	জনাব রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য	মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য-১৬৫, কিশোরগঞ্জ-৪ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।	বেসরকারী কারা পরিদর্শক

(খ) জেল কোড এর ১ম খন্ড-"দি বেঙ্গল জেল কোড" ১৯৩৭ এর ৫৬(২) নং বিধি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কিশোরগঞ্জ এর প্রস্তাব মোতাবেক ০৭ (সাত) জন ব্যক্তিবর্গকে (৫ জন ভদ্রলোক ও ০২ জন ভদ্র মহিলা) এ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারের বেসরকারি কারা পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করা হলো :

ক্রঃ নম্বর	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
০১	জনাব মো: পারভেজ মিয়া পিতা: মৃত মো: আবদুস ছোবহান	শোলাকিয়া, বুলবুল ভিলা মোড়, কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারি কারা পরিদর্শক
০২	জনাব আবু নাসের মো: ফারুক সঞ্জু পিতা: মৃত মহিউদ্দিন আহম্মদ	নগুয়া, পাঠাগাড় মোড়, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারি কারা পরিদর্শক
০৩	জনাব ডা: দীন মোহাম্মদ পিতা: মৃত লাল মাহমুদ	৩০৫, হোসেনপুর রোড, নগুয়া, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারি কারা পরিদর্শক
০৪	জনাব সাইফুল হক মোল্লা দুলু পিতা: মৃত ফজলুল করিম মোল্লা	১১৪১, শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারি কারা পরিদর্শক
০৫	জনাব অশোক সরকার পিতা: মৃত গিরীন্দ্র শেখর সরকার	৩২ জেলা স্মরণী রোড, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারি কারা পরিদর্শক
০৬	জনাব মানসুরা জামান নূতন পিতা: মৃত মাওলানা মাহমুদুর রহমান	পুরান থানা, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারি কারা পরিদর্শক
০৭	জনাব সালমা হক পিতা: মৃত এ. কে. এম ফাইজুল হক	৫৮১, রাইসা ভিলা, গৌরাঙ্গ বাজার, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারি কারা পরিদর্শক

মোঃ সাবিরুল ইসলাম
বিভাগীয় কমিশনার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

২০১৭ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন অনুযায়ী
ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং-০৩/২০২১-২০২২

ফরম 'ঘ'

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১১ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, ২০১৭ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ১৩(২) ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা-মানিকগঞ্জ, উপজেলা-শিবালয়, মৌজা-রামনগর, জে.এল নং- ৮৫

আর.এস খতিয়ান	আর.এস দাগ নং	শ্রেণি	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০৯	১১১	নাল	০.৩২০০	০.০২৩২
২০০	১১২	নাল	০.৩০০০	০.১২৩৪
২০৮	১১৩	নাল	০.২৮০০	০.১৩৩৫
১১৩	১২১	নাল	০.১৫০০	০.০৮২৪
১১৩	১২২	নাল	০.১৫০০	০.১৫০০
১০৬	১২৩	নাল	০.৩৬০০	০.০২৯২
১২৬	১২৪	নাল	০.২৯০০	০.০১৮৩
৬৪	১৪২	নাল	০.১৭০০	০.০৪৬৮
১৯১	১৪৩	নাল	০.১৯০০	০.১৭০০
২৪	১৪৪	নাল	০.২৭০০	০.২৭০০
২৬	১৪৫	নাল	০.৪০০০	০.৪০০০
৫৯	১৪৬	নাল	০.৩০০০	০.৩০০০
৯৯	১৪৭	নাল	০.১৫০০	০.১৫০০
১৩৮	১৪৮	নাল	০.৩০০০	০.৩০০০
৩১	১৪৯	নাল	০.১৪০০	০.১৪০০
৯৯	১৫০	নাল	০.১৫০০	০.১৫০০
৭৩	১৫১	নাল	০.২৮০০	০.২৮০০
৩১	১৫২	নাল	০.১৪০০	০.১৪০০
১৯৭	১৫৩	নাল	০.৫১০০	০.৪৫০০
১০৬	১৫৪	নাল	০.৩১০০	০.০৭৩০
১৮৮	১৫৫	নাল	০.৪০০০	০.১২০০
১৯৮	১৯২	নাল	০.৩৭০০	০.১২২৮
১৫৬	১৯৩	নাল	০.১৭০০	০.১৭০০

আর.এস খতিয়ান	আর.এস দাগ নং	শ্রেণি	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫৫	১৯৪	নাল	০.১৬০০	০.১৬০০
৫৪	১৯৫	নাল	০.৩১০০	০.১২৩১
১৬০	১৯৭	নাল	০.৩৫০০	০.২৭০০
১১	১৯৮	নাল	০.২৫০০	০.১৪৮০
১৩৮	১৯৯	নাল	০.২২০০	০.১১২০
১৯১	২০০	নাল	০.৮৬০০	০.৫৪৬০
১০৬	২০১	নাল	০.৩১০০	০.০১৮৩
১৯৭	৪৯১	নাল	০.৪২০০	০.০৪০০
			মোট	৫.২৬০০ একর

মো: মহসীন মৃধা
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

২০১৭ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং-১০/২০২১-২০২২

ফরম 'ঘ'

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১১ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, ২০১৭ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ১৩(২) ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা-মানিকগঞ্জ, উপজেলা-ঘিওর, মৌজা-ঘিওর, জে.এল নং- ৮২

আর.এস খতিয়ান	আর.এস দাগ নং	শ্রেণি	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৭০	২১৪	নাল	০.৬২০০	০.২৫২৫
৩৩	৪২৬	নাল	০.১৭০০	০.১৭০০
৮৮	৪১৯	নাল	০.৩৩০০	০.০৩৭৫
৬৬৩	৪২০	নাল	০.৩১০০	০.০৯২৫
৪৭১	৬০৬	নাল	০.৬১০০	০.৫৭৪৩৬
৪৭১	৬০৭	নাল	০.৬২০০	০.০৩৫০
৭৯৫	৪২৫	নাল	০.৩১০০	০.০৯০০
৩৩৩	৪২৪	নাল	০.২১০০	০.১১৫০
৪৮৮	৪২৭	নাল	০.৬৫০০	০.১১২৫
৬৫৩	৪২৮	নাল	০.৯০০০	০.১১৫০
৪৭৯	৪৩০	নাল	০.৩৩০০	০.০৮৫০
৪২৭	৬০৫	নাল	০.৫৩০০	০.২৪০০
১৪৯	৪৩১	নাল	০.৩৫০০	০.০৩৫০
১৫৪	৪৩৮	নাল	০.২৬০০	০.০০৫৬৪
৩৩৪	৬০৪	নাল	০.৬১০০	০.০৪০০
			মোট	২.০০ একর

মো: মহসীন মৃধা
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

" ঘোষণা"

এল এ কেস নং-১১/২০২০-২০২১

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ" এর জন্য অধিগ্রহণণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১১ নং ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে মর্মে অনুমিত হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (২) উপ-ধারা অনুসারে আমি এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণা করলাম এবং অধিগ্রহণকৃত ভূমি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা : চাঁদপুর, উপজেলা : হাজীগঞ্জ, মৌজা : টোরাগড়, জে.এল.নং : ৮১

খতিয়ান নং বিআরএস	দাগ নং বিআর এস	শ্রেণি	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৬৬৫, ৬৮৫, ১১২০, ৬২৮	৩৪৩৫	ভিটা	০.০৩৭৫
৬৮৫, ১১২০, ৬২৮, ৬৫৮, ৯৩২	৩৪৩৬	বাড়ী	০.৩২৮৫
১২০৬, ১৬৮৬	৩৪৩৭	ডোবা	০.০১৪০
৮৩৮, ১৩৭৪	৩৪৩৮	বাড়ী	০.০৭০০
৮৩৮, ১৩৭৪	৩৪৪০	বাড়ী	০.০৮০০
৬৫৮, ১১২০, ৬২৮, ৬৫৮, ১৫৫, ২১১	৩৪৪২	ভিটা	০.১৬০০

খতিয়ান নং বিআরএস	দাগ নং বিআর এস	শ্রেণি	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৮৩৮, ৯৫৩	৩৪৪১	ডোবা	০.০৩০০
৯৫৩	৩৭৪২	নাল	০.১০০০
১৪৭	৩৭৪৩	নাল	০.০৫০০
১৯৫	৩৭৪৪	নাল	০.০৩০০
০১	৩৭৪৯	পথ	০.০৪০০
১৬০	৪৩৮৭	ডোবা	০.০১৫০
০১	৪৩৮৮	খাল	০.০৩০০
৯২	৪৩৮৯	নাল	০.০৮৫০
		মোট	১.০৭০০

জেলা : চাঁদপুর, উপজেলা : হাজীগঞ্জ, মৌজা : বরকুল, জে. এল. নং : ১০৮

খতিয়ান নং বিআরএস	দাগ নং বিআরএস	শ্রেণি	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
০১	১	খাল	০.০৩২৫
৬৫১, ৮২২, ৭১০, ৭৫৩, ৬৯৮, ৪৯৬, ৮৪৭, ৮৭৯	২	পথ	০.১৮২৫
৪৯৬, ৬৫১, ৮২২, ৭১০, ৭৫৩, ৬৯৮, ৮৪৭, ৮৭৯	৪	বোর	০.০১৭৫
৬৫১, ৮২২, ৭১০, ৭৫৩, ৬৯৮, ৪৯৬, ৮৪৭, ৮৭৯	৫	বাড়ী	০.১৩৫০
৬৫১, ৮২২, ৭১০, ৭৫৩, ৬৯৮, ৪৯৬, ৮৪৭, ৮৭৯	৬	পুকুর	০.১১০০
৩৮৫, ৪৯৬, ৬৫১, ৮২২, ৯৭৬	৭	বাড়ী	০.০৯৭৫
৪৯৬, ৬৫১, ৮২২	৮	ভিটি	০.০০৫০
৬৫১	৯	বোর	০.০১৫০
১৭	৪০	ভিটি	০.০১৫০
১৭, ৭৫৩, ৭১০, ৮২২, ৮৭৯	৪১	ভিটি	০.১৭৫০
১৭, ৭৫৩, ৭১০, ৮২২, ৮৭৯	৪২	বাড়ী	০.৩১৫০
			১.১০০০
		সর্বমোট	২.১৭০০ একর

কামরুল হাসান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা

ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং ২১/২০১৭-২০১৮

ফরম-ঘ

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

(ঘোষণা)

[১৩ (২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১১ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা : নওগাঁ, উপজেলা : সাপাহার, মৌজা : বেলডাঙ্গা, জেএল নং : ৭৬

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
০১	০২	০৩	০৪
৫২৩	১৬০৪	৬.৪৩	০.১৯
৫৩১	১৬১৬	১.৬৪	০.০২
১০০	১৬১৭	০.৪৭	০.৩৩
১	১৬১৮	০.৩২	০.০৮
১০০	১৬১৯	১.২৭	০.১৬
৩৮১	১৬২৭	১.৬০	০.৩৬
১৭৫	১৬৫৫	১.৬৮	০.১৪
৬১৪	১৬৬৫	১.৪৬	০.৪৭
৪৬৫	১৬৫৭	০.৪৪	০.২৬
৪৬৫	১৬৫৮	০.২৪	০.২০
৩০৪	১৬৫৯	০.০২	০.০২
১	১৬৬০	০.৮০	০.৭৬
৬৯	১৬৬১	০.৩৫	০.১০
৭১/১	১৬৬৫	০.৬২	০.২৭
১	১৬৬৬	০.৩৪	০.৩০
৬৫০	১৬৬৭	০.৪৩	০.৩৪
৩০৪	১৬৬৮	১.২৭	০.৮৫
৪৬৫	১৬৬৯	০.৩৯	০.২৪
৪৬৫	১৬৭০	০.১৯	০.০৫
৬১৪	১৬৭১	০.১৮	০.১৮

খতিয়ান নং (আরএস)	দাগ নং (আরএস)	মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৩০৩	১৬৭২	০.৬২	০.১৭
৭৮	১৬৮৪	১.৬৭	০.২২
৪৪৫/১, ৬৪৮, ৬৪৯	১৬৮৬	২.৪৮	১.৮০
১	১৬৮৭	১.৪৮	০.৩৫
৭১/১	১৬৮৮	০.৫৪	০.০২
৬৫০	১৬৫৩	০.৫৩	০.০৫
২০৯	১৮৫৭	৩.৬৮	০.২৮
২৯৫	১৮৫৮	০.১১	০.০৮
১	১৮৬৪	০.২৭	০.০৯
২০৯	১৮৬৫	০.০৪	০.০৪
২৯৫	১৮৬৬	১.১৫	০.২৫
		মোট	৮.৬৭ একর

মোট জমির পরিমাণ= ৮.৬৭ একর।

মোঃ গোলাম মওলা
জেলা প্রশাসক।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
রাজশাহী।
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

এল এ কেস নং ০১/২০২২-২৩

ফরম-'ঘ'

৫নং বিধি দ্রষ্টব্য

ঘোষণা

[১৩(২) ধারা অনুযায়ী]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২১ নং আইন) এর ১১ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষুণে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা-গোয়ালপাড়া, জেএল নং ৫২, উপজেলা/থানা-বোয়ালিয়া জেলা-রাজশাহী।

খং নং	দাগ নং (আরএস)	শ্রেণি রেকর্ডীয়	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে)
৯	১৭৭ (আঃ)	ধানি	০.৩৫০০	০.৩৩৬৪
৯৭	১৭৮ (আঃ)	ধানি	০.৩৫০০	০.১০৮৫
৭০	১৭৯ (আঃ)	ধানি	০.৩০০০	০.০০৬১
৯, ৯৭, ১০২, ১১২	১৮২ (আঃ)	ধানি, পুকুর	০.৪৯০০	০.১৫৬৭
৪৫	১৮৩ (পূঃ)	পুকুরপাড়	০.১৩০০	০.১৩০০
১০২	১৮৪ (পূঃ)	পুকুরপাড়	০.১৩০০	০.১৩০০
৭০	১৮৫ (আঃ)	ধানি	০.৯২০০	০.৯১০৬
১০২	১৮৬ (পূঃ)	ধানি	০.১৩০০	০.১৩০০
১১৩	১৮৭ (পূঃ)	ধানি	০.১২০০	০.১২০০
৭৬	১৮৮ (পূঃ)	ধানি	০.২২০০	০.২২০০
৩৭	১৮৯ (পূঃ)	ধানি	০.৫৭০০	০.৫৭০০
৪৫	১৯০ (পূঃ)	ধানি	০.৫৭০০	০.৫৭০০
৯১	১৯১ (পূঃ)	ধানি	১.৭৭০০	১.৭৭০০
৩৬	১৯২ (আঃ)	ধানি	১.২৬০০	০.৬৫৮১
২৯	১৯৩ (আঃ)	ধানি	০.৯৭০০	০.২৬৯১
২৫	২০১ (আঃ)	ধানি	০.৫১০০	০.০৯১৭
৫৫	২০৪ (আঃ)	ধানি	০.১৬০০	০.০৯২২
১৩৬	২০৫ (পূঃ)	ধানি	০.১৫০০	০.১৫০০
৬০	২০৬ (পূঃ)	ধানি	০.৭৯০০	০.৭৯০০
২৬	২০৭ (পূঃ)	ধানি	০.৭১০০	০.৭১০০
১২৬	২০৮ (পূঃ)	ধানি	০.৩৪০০	০.৩৪০০
৯৮	২০৯ (পূঃ)	ধানি	০.৩৪০০	০.৩৪০০
১৬	২১০ (পূঃ)	ধানি	০.৩৬০০	০.৩৬০০
১০২	২১১ (পূঃ)	ধানি	০.৩৬০০	০.৩৬০০
৯৭	২১২ (পূঃ)	ধানি	০.৫৮০০	০.৫৮০০
৯	২১৩ (পূঃ)	ধানি	০.৫৮০০	০.৫৮০০
১১৩	২১৪ (পূঃ)	ধানি	০.৩৯০০	০.৩৯০০
১০২	২১৫ (আঃ)	ধানি	০.৫২০০	০.৪৩৭৪
১১৩	২১৬ (পূঃ)	ধানি	০.৭৩০০	০.৭৩০০
১০২	২১৭ (পূঃ)	ধানি	০.৭৩০০	০.৭৩০০
১১৩	২১৮ (পূঃ)	ধানি	০.২২০০	০.২২০০
১০২	২১৯ (পূঃ)	ধানি	০.২৩০০	০.২৩০০
৪৫	২২০ (পূঃ)	ধানি	০.৮৮০০	০.৮৮০০
৩৭	২২১ (পূঃ)	ধানি	০.৮৮০০	০.৮৮০০
১১৩	২২২ (পূঃ)	ধানি	০.৩০০০	০.৩০০০

খং নং	দাগ নং (আরএস)	শ্রেণি রেকর্ডীয়	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে)
১০২	২২৩ (পূঃ)	ধানি	০.২৯০০	০.২৯০০
১১২	২২৪ (পূঃ)	ধানি	০.৯৩০০	০.৯৩০০
১০২	২২৫ (আঃ)	ধানি	০.৯৩০০	০.৮৬০০
৩৭	২২৬ (আঃ)	ধানি	০.১৫০০	০.১৪০০
১৩৫	২২৭ (আঃ)	ধানি	০.৪৫০০	০.১৯০০
			মোট জমির পরিমাণ	১৭.৬৮৬৮ একর

মৌজা-কাশিয়াডাঙ্গা, জেএল নং ৫৫, উপজেলা/থানা-পবা, জেলা-রাজশাহী।

খং নং	দাগ নং (আরএস)	শ্রেণি রেকর্ডীয়	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে)
৮৫	৪৯৭ (আঃ)	ধানি	৫.৯৩০০	২.০৪১৩
১০৩	৪৯৮ (আঃ)	পুকুর	০.৪১০০	০.০২১৭
			মোট জমির পরিমাণ	২.০৬৩০ একর

সর্বমোট = (১৭.৬৮৬৮ + ২.০৬৩০) = ১৯,৭৪৯৮ একর

শামীম আহমেদ
জেলা প্রশাসক।